দর্শনায় বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যাকারি খুনি হাসিনা-কাদের সহ তাদের দোসরদের বিচারের দাবীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দর্শনা পৌর বিএনপি অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দর্শনা রেলবাজারস্থ শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে করেছে অবস্থান কর্মসূচি পালন।

এ সময় বক্তব্য দেন, দর্শনা পৌর যুবদলের সাবেক সভাপতি এনামুল হক শাহ মুকুল, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, সাবেক যুগ্নসম্পাদক ইকবাল হোসেন, পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য মালেক মন্ডল, বিএনপি নেতা নজির উদ্দিন আমিন, রবিউল ইসলাম রবি, তোফাজ্জল হোসেন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম মুকুল, দর্শনা থানা যুবদলের সিনিয়র যুগ্নআহ্বায়ক টুটুল শাহ, পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্নআহ্বায়ক সেলিম মেহফুজ মিল্টন, আপু সুলতান, থানা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ন আহ্বায়ক রিয়াল ইসলাম লিওন, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব আল মামুন, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ আহ্বায়ক সানোয়ার হোসেন, ছাত্রদলনেতা তারেক, সাইফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন, আলমগীর, খোকা, নাসির, রিপন, সাহাবুল, মজিবর, লালচান মিয়া, কুটি, আজাদুল ইসলাম আজাদ, বাবু, খাইরুল, একরামুল, শাহিন, আরিফ, মাসুম, আরিফ, অমিদুল, সেরালি, সুজন, শরিফ উদ্দিন, জোবায়ের, জিয়া, রানা, ছমির, নফিজ, ডালিম, রুবেল, সবুজ, মানিক, অনিক, সাজিদ, আলামিন, স্বাধীন প্রমুখ।।

কোটচাঁদপুর বিএনপির শান্তির সমাবেশ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে উপজেলার এলাঙ্গী বিএনপির শান্তির সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার ইউনিয়নের গুড়পাড়া বাজারে বিএনপির শান্তির সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ইকরামুল হক।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি সহ-সভাপতি সাইফুর রহমান মিন্টু, উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান সিদ্দিক, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা, এলাঙ্গী ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান আসাদ প্রমুখ। শান্তি সমাবেশ পরিচালনা করেন ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনিরুজ্জামান খোকা। এ সময় বিএনপি, যুবদল, ছাত্র দল, সেচ্ছাসেবক দল সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির মতবিনিময় সভায় শরিফুজ্জামান শরীফ

আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে মত বিনিময় সভা অনুণ্ঠিত হয়েছে। ছাত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যাকারী খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচারের দাবীতে গতকাল বুধবার বেলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচীব শরিফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরিফুজ্জামান শরীফ বলেন, এই আন্দোলনে

যারা শহীদ হয়েছে, তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। সংগ্রামী সাথী বন্ধগণ আজকে আমাদের বাংলাদেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীন হয়েছে। এই দ্বিতীয়বার স্বাধীন হওয়ার ভেতর দিয়ে আমাদের যে শিক্ষা হয়েছে, আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। সে অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমাদের সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটা হলো আওয়ামী লীগ যা করেছে, আমরা তা করবো না। আমাদের বিএনপির নেতৃবৃন্দ যদি আওয়ামী লীগ যা করেছে, সেটা করে তাহলে আওয়ামীলীগকে জনগণ যে কারণে প্রত্যাখান করেছে। আমাদের তা করবে। আমরা যেহেতু এই দেশকে ভালোবাসি, আমরা জনগণকে ভালোবাসি। আমাদের নেতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, আমাদের নেতা বেগম খালেদা জিয়া। তাঁদের নীতি আদর্শ, তাঁদের পথচলা আমরা অনুসরণ করে এই চুয়াডাঙ্গা জেলায় শহীদ জিয়ার আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমি রাজনীতি করতে চাই।

তিনি বলেন, বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে মত বিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আক্তার হোসেন জোয়ার্দ্দার, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক নির্বাহী সদস্য এমদাদুল হক ডাবু, চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মনি, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিপটন, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদলের আহব্বায়ক জাহিদ হোসেন শুভ।

বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেনের পরিচালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিউজ্জামান, বেলগাছী ইউনিয়ন বিএনপির নেতা সলোক মিয়া, সমি, তপু, বোরাহান, লিটন, তারিকুল, সাহাংঙ্গীর বজলুর রহমান ও কিতাব উদ্দিন। বেলগাছী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি প্রান্ত, সাধারণ সম্পাদক নীরব, সহ-সভাপতি জীবন, যুগ্ন আহব্বায়ক নাজিম, সোহান, জিহাদ, মাহফুজ, রাসেল, জিল্লু জীম প্রমুখ।

মেহেরপুর ও গাংনীতে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি পালন

ছাত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যার অভিযোগে সদ্য পদত্যাগি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তার দলের নেতাকর্মীদের বিচারের দাবিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে অবস্থান কর্মসূচি পালন কররা হয়েছে। একই সময়ে গাংনী উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

গতকাল বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে ও গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের সভাপতিত্ব অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, ইলিয়াস হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা তাঁতি দলের সভাপতি আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির প্রমুখ।

এদিকে আওয়ামী লীগের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে গাংনীতে বিএনপি, কৃষকদল, যুবদল ও ছাত্রদলের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে গণজমায়েত কর্মসূচি পালন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দামুড়হুদায় বিএনপির দুই দিনের

অবস্থান কর্মসূচি পালন

ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যাকারী খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচারের দাবীতে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র উদ্যোগে দুই দিনের অবস্থান কর্মসূচির প্রথম দিনের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজি বুধবার সকাল ১১ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির কার্যালয় চত্বরে প্রথম দিনের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে উপজেলা যুবদলের উদ্যোগে বিশাল এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি দামুড়হুদা বিএনপির পার্টি অফিস থেকে শুরু করে দামুড়হুদা বাসট্যান্ড চত্বরে ঘুরে আবার দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। তার পর শুরু হয় অবস্থান কর্মসূচি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবদী দল-বিএনপি দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির এর সভাপতিত্বে কর্মসূচির প্রথম দিনে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু। সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম।চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য কামরুজ্জামান টুনু, দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা দলের আহ্বায়ক ও সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সালমা জাহান পারুল।

উপজেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব লিপু আহমেদ। উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, যুগ্ম আহ্বায়ক রকিবুল হাসান তোতা, সদস্য সচিব জাকির হোসেন। উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, যুগ্ম আহবায়ক সেলিম উদ্দিন, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন।

আরও উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ঈদ্রীস আলী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিশ্বাস, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম।

উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি আফজালুর রহমান সবুজ, সদস্য সচিব এম ডি

কে সুলতানসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা বিএনপি, যুবদল ছাত্রদল সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রকিবুল ইকরামুল হক।

মেহেরপুরের ক্ষতিগ্রস্থ ইসকন মন্দিরে পরিদর্শন করলেন আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দরা

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার পৌর এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ইসকন মন্দির পরিদর্শন করেন মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দরা।

আজ শনিবার দুপুরে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সদরে উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড.মারুফ আহাম্মেদ বিজনের নেতৃত্বে আইনজীবী ও বিএনপি নেতারা মন্দির পরিদর্শন করেন।

এসময় পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, অ্যাড. কামরুল ইসলাম, মোখলেসুর রহমান স্বপনসহ বিএনপি পন্থী আইনজীবী ও নেতৃবৃন্দরা উপসস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন শেষে মন্দিরের পুরোহিতের কাছে খাদ্য সামগ্রী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

আলমডাঙ্গায় বিএনপির

অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মতবিনিময় ও আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের উদ্যোগে মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে খাসকররা মাধ্যমিক হাইস্কুলে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক রাজা, সহ- সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ পিন্টু কাজী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান মাস্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদুল ইসলামসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সহিংসতাকে পরিহার করুন। যারা ভাঙচুর ও লুটপাট করছে এরা কেউ বিএনপির কেউ না। যদি কেউ এধরণের কাজের সাথে লিপ্ত থাকে তবে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও নেতা আরো বলেন, আমাদের এলাকায় যারা সংখ্যালঘু পরিবার বসবাস করে, তাদের পরিবারগুলোকে রক্ষায় সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। কেউ যদি তাদের উপরে কোন ধরণের অত্যাচার করে তাদের নিজ হাতে প্রতিহত করতে হবে।

কোটচাঁদপুরে বিএনপির কারামুক্ত নেতা ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মতবিনিময়

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিএনপির সদ্য কারামুক্ত নেতাদের ফুলেল শুভেচছা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালে উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র আয়োজনে শহরের পায়রা চত্বরে চলমান আন্দোলনে মিথ্যা নাশকতা মামলায় সদ্য কারামুক্ত নেতা-কর্মীদের এই ফুলেল শুভেচছা দেওয়া হয়। পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র সালাহউদ্দিন বুলবুল সিডলের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন, জেলা বিএনপি-র যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন খোকন, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান একরামুল হক, উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম প্রমূখ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু, উপজেলা বিএনপির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মেঃ মঈন উদ্দীন, পৌর বিএনপির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক এসএম রায়হান উদ্দীন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান, সদস্য সচিব সেলিম রেজা মধু, যুগ্ন আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ বাশার, সাবেক পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রুস্তম কবির, পৌর বিএনপির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, পৌর কৃষক দলের আহ্বায়ক ফিরোজ উদ্দীন মানিক, উপজেলা ছত্রদলের সদস্য সচিব হুমায়ন কবির হিরা, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক নিশুসহ উপজেলা ও পৌর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মী।

সমাবেশ শেষে এলাকার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সনাতন ধর্মাবলম্বী ও সাধারণ ব্যবসায়ী নেতাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

মেহেরপুরে জামিনে মুক্ত হলেন

শিক্ষার্থীসহ বিএনপি-জামায়াতের ৩২ রাজনৈতিক নেতাকর্মী

পুলিশের দায়ের করা মামলায় মেহেরপুরে জামিনে মুক্ত হলেন এক শিক্ষার্থীসহ বিএনপি- জামায়াতের ৩২ জন রাজনৈতিক নেতা কর্মী। আজ বুধবার বিকালে মেহেরপুর জেলা কারাগার থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে মেহেরপুর জেলায় কোনো আন্দোলন না চললেও গত ১৮ জুলাই থেকে গত ৪ আগষ্ট পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু ও এক শিক্ষার্থীসহ বিএনপি জামায়াতের ৩২ জনকে গ্রেফতার করে বিভিন্ন মামলার আসামি করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন পুলিশ।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত জেল সুপার সহকারি কমিশনার আবীর হোসেন বলেন, আদালত থেকে জামিননামা আসার পর যাচাই–বাছাই করে আজ বুধবার বিকালে ৩২ বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

জামিনপ্রাপ্তরা হলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, তার নামে গাংনী থানার মামলা নং ২০, জিআর মামলা নং ৪০৫/২৩, ধারা ১৯৭৪ স্পেশাল পাওয়ার এক্ট ১৫(৩)/২৫ ডি এর ৪/৬, সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের বিনপি নেতা আসাদুল ইসলাম, সদর থানার মামলা নং ৩১, জিআর ২১২/২৩, ধারা তৎসহ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানবলী আইনের ৪/৫, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের জিনারুল ইসলাম, মুজিবনগর থানার মামলা নং ১৯, জিআর মামলা নং ১১৩/২৪, ধারা ১৯৭৪ সালের স্পেশাল পাওয়ার এক্ট ১৫(৩)২৫(সং/২০০২) এর ৪/৫/৬, একই মামলার আসামি পুরন্দর গ্রামের রাহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলার বামন্দী গ্রামের বিশ^বিদ্যালয়ের ছাত্র আতিকুর রহমান, গাংনী মামলা নং ০৮, জিআর মামলা নং ৩৯৩/২৩, ধারা ১৯৭৪ সালের স্পেশাল পাওয়ার এক্ট ১৫(৩)/২৫ ডি তৎসহ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানবলী আইনের ৪/৬, সদর উপজেলার টেংরামারী গ্রামের বিএনপি কর্মী জাহাঙ্গীর আলম, মামলা নং ৩১, জিআর মামলা নং ২১২/২৩, ধারা ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানবলী আইনের ৪/৫, একই আইনের আসামি মুজিবনগর উপজেলার রামনগর গ্রামের

আসামি বাগোয়ান গ্রামের হজরত আলী, রামনগর গ্রামের জামায়াত নেতা আনারুল ইসলাম, রাজনগর গ্রামের জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান, হিজুলী গ্রামের বিএনপি নেতা সাইফুল ইসলাম, গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি হাবিবুর রহমান, গাংনী থানার মামলা নং ০৮, জিআর মামলা নং ৩৯৩/২৩, ধারা ১৯৭৪ সালের স্পেশাল পাওয়ার এক্ট ১৫(৩)২৫ তৎসহ ৪/৫, সাহারবাটি গ্রামের বিএনপি কর্মী আবু বক্কর, গাংনী থানার মামলা নং ৯, জিআর মামলা নং ৩৯৪/২৩, ধারা ধারা ১৯৭৪ সালের স্পেশাল পাওয়ার এক্ট ১৫(৩)২৫ তৎসহ ৪/৫, একই আইনে মামলার আসামি গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের বিএনপি নেতা নুরুল ইসলাম নুরু, গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের বিএনপি কর্মী বানারুল ইসলাম, গাংনী থানার মামলা নং ৪৩, ঝিআর মামলা নং ২৬৭/২৩ ও মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের বিএনপি কর্মী মকলেছুর রহমান, মুজিবনগর থানার মামলা নং ১৯, জিআর মামলা নং ১১৩/২৪, ধারা ১৯৭৪ সালের স্পেশাল পাওয়ার এক্ট এর ১৫(৩)২৫ ডি।

আসামিদের পক্ষে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সাদ্দাম হোসেনসহ কয়েকজন আইনজীবী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ মঞ্জুল ইসলামের আদালতে জামিনের জন্য আবেদন করলে আসামিদের জামিন দেন।

এদিকে জামিনপ্রাপ্ত বিএনপির এসব নেতা কর্মীদের জেলগেট থেকে গ্রহণ করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন। এসময় মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসহ অন্যান্য নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু জেল গেট থেকে বের হওয়ার পর বিপুল পরিমান নেতা কর্মী গ্রহণ করেন। পরে তাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বিএনপি ও জামায়াতের আনন্দ মিছিল দোয়া অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় বিক্ষোভ ও আনন্দ মিছিল করেছে বিএনপি ও জামাত, আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা ও দর্শনা থানা শাখার উদ্যোগে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পতন ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিজয়ে কেন্দ্র ঘোষিত শোকরানা মিছিল ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘ ১৭ বছর পর রাজপথের এসব মিছিলে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক সাধারন মানুষের বাধঁভাঙ্গা জোয়ার ছিল চোখে পড়ার মতো।

সকল অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর ও আয়কর আইনজীবী মোঃ রুহুল আমিন, জেলা নায়েবে আমীর ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুর রহমান, জেলা সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান আসাদ, দামুড়হুদা থানা আমীর মোঃ নায়েব আলী, দর্শনা থানা আমীর মাওলানা রেজাউল করিম, আলমডাঙ্গা থানা আমীর মোঃ দারুস সালাম ও আব্বাছ আলী এবং জেলা নেতৃবৃন্দ।

এসব অনুষ্ঠানে বক্তব্যকালে প্রধান অতিথি বিজয়ের এই আনন্দে অতিসয্য হয়ে কেউ যেন আইনকে হাতে তুলে নিতে না পারে সেজন্য সকলকে সজাগ হবার নির্দেশ দেন। আওয়ামীলীগের কর্মীদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আপনারা আমাদের মাওলানা নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদসহ অসংখ্য নেতাকর্মীকে আইনের মারপ্যাচে শহীদ করে যে কুলাঙ্গারের পরিচয় দিয়েছেন আমরা তার প্রতিশোধ নিতে চাইনে, কিন্তু এখনোও যদি কোন রকম ঘাপটি মেরে ক্ষতি করতে চান তবে কাউকে আর ছাড় দেয়া হবেনা।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চায়। আগামীতে সুযোগ আসছে, এ সুযোগের সদ্বব্যবহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে এদেশের মাটি, এদেশের মানুষ, এ দেশের সংখ্যলঘু সম্প্রদায় জামায়াতে ইসলামীর কাছে আমানত। জামায়াত এ আমানত শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও রক্ষা করবে ইনশাআল্লাহ।

জামায়াতের এসব মিছিল সকাল সাড়ে ৯টায় দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড থেকে

শুরু হয়ে উপজেলার প্রধান সড়ক ঘুরে দেউলীর মোড়ে শেষ হয়। দর্শনায় বাসস্ট্যান্ড হতে সকাল সাড়ে ১১টায় শুরু হয়ে রেলবাজার আওয়ামীলীগের মুক্ত মঞ্চে সমাবেশ ও দোয়া শেষে আবার বাসস্ট্যান্ডে এসে শেষ হয়। আলমডাঙ্গায় উপজেলা মুক্তমঞ্চে সমাবেশ শেষে বিশাল মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আল তায়বার মোড়ে এসে শেষ হয় এবং উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ফুটবল মাঠে শোকরানা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে দর্শনা পুরাতন বাজার থেকে মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩ টায় দর্শনা থানা ও পৌর বিএনপির উদ্দ্যগে ছাত্রজনতার আনন্দরালী অনুষ্টিত হয়েছে।

এ আনন্দ র্যালিটি দর্শনা পুরাতনবাজার থেকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড গিয়ে শেষ হয়। র্যালিতে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের উৎসহপৃর্ন স্লোগান দেয়। র্যালি শেষে সম্প্রতি নিহত ছাত্র জনতার আত্নার মাগফেরাত কামনা করে দোয় ও আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়। এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল হাসনাত, দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেটের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন, নাহারুল মাষ্টার, মসিউর রহমান, লুৎফর রহমান, আরিফ উদ্দীন, নাসির উদ্দীন খেদু, দর্শনা থানা বিএনপির আহবায়ক জালাল উদ্দীন লিটন, জালাল উদ্দীন, ফারুক মিয়া মহন মিয়া, আরাফাত, জাহান আলী, আশরাফুল প্রমুখ ।